# অসম আরোহণ - অর্থনৈতিক চলমানতা ও সুযোগের রুদ্ধদ্বার

মৈত্রীশ ঘটক

*আরেক রকম*, অষ্টম বর্ষ দশম সংখ্যা, ১-১৫ আগস্ট ২০২০, ১৬-৩১ শ্রাবণ ১৪২৭।

## ১

একটা অর্থব্যবস্থা কতখানি সজীব, কতখানি গতিশীল, তার একটা বড় মাপকাঠি এই রকম হতে পারে— সেই অর্থব্যবস্থায় থাকা প্রতিটি মানুষ নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে নিজের স্বপ্নপূরণের কত কাছাকাছি যেতে পারেন। মোবিলিটি বা চলমানতা এমন একটি অর্থনৈতিক সূচক যা দিয়ে বোঝা যায় অর্থব্যবস্থাটি স্থবির না সচল।

অর্থনৈতিক চলমানতার অনেকগুলি দিক আছে। যেমন, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলমানতা; কোনও একটি প্রজন্মের জীবৎকালে চলমানতা; ভৌগোলিক ও পেশাগত চলমানতা; একই পেশার মধ্যে চলমানতা ও এক পেশা থেকে অন্য পেশায় চলমানতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে কোনও একজন মানুষ বা একটি জনগোষ্ঠীর নিজের বা নিজেদের আর্থিক অবস্থার দৃশ্যমান উন্নতিসাধন করতে পারছে কিনা - তা সে নিজের জন্যে হোক কী পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে – তাকেই অর্থনৈতিক চলমানতার সূচক দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই ধারণাটির সাথে ওতপ্রোতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের গুণগত মানের সদর্থক পরিবর্তনের ধারণা জড়িয়ে আছে, যার উদাহরণ হল, দারিদ্র থেকে বা সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণী থেকে উঠে এসে শিক্ষাগত উৎকর্ষের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

তাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্য ধারণাগুলির সাথে এর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে সচরাচর জাতীয় আয়ের মানের স্তর বা তার বৃদ্ধির হার, অথবা কত সংখ্যক মানুষ দারিদ্ররেখার তলায় আছেন, বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য কিংবা মানবসম্পদ বিকাশের সূচক ব্যবহার করা হয়। এই সূচকগুলো হয় স্থাবর নয়তো পরিবর্তন ধরা পড়ছে যান্ত্রিকভাবে (যেমন, বৃদ্ধির হার)। ঠিক যেমন কোন মানুষের ওজন বা তার বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তনের সূচক হিসেবে সন্তোষজনক নয়, সেরকম উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তনের দিক আছে, তা ঠিকভাবে এই সূচকগুলির (যেমন, গড়পড়তা আয়ের মান বা তার বৃদ্ধির হার) দ্বারা ধরা পড়েনা। অর্থনৈতিক চলমানতা উন্নয়নের এমনই এক সচল মাপকাঠি, যা অনেকসময়েই তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়না।

তবে একই প্রক্রিয়ার (উন্নয়ন) নানা মাপকাঠির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। চলমানতা, আর্থিক বৃদ্ধি, অসাম্য এবং দারিদ্রের মধ্যেও অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু ঘটনা হল, এই বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুব সোজাসাপটা নয় আর তাই উন্নয়নের একটি আলাদা সূচক হিসেবে চলমানতাকে অগ্রাহ্য করা যায়না।

প্রথমে ধরা যাক অসাম্য ও চলমানতার মধ্যে সম্পর্ক। যে অর্থব্যবস্থায় বৈষম্য প্রচুর, অথবা দারিদ্র্য বেশি, সেই অর্থনীতি নিশ্চিত ভাবেই স্থবির হবে, তাতে চলমানতার হার কম হবে। তাই যে অসাম্য সুযোগের বৈষম্য তৈরি করে, তা চলমানতার প্রতিবন্ধক এবং তা উন্নয়নের নিক্তিতেও অনভিপ্রেত কারণ দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে যে প্রতিভা বা দক্ষতা তার বিকাশ না হলে তাতে শুধু সেই ব্যক্তির নয়, বৃহত্তর সমাজেরও ক্ষতি। তবে বৈষম্য কমলেই চলমানতা বাড়বে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যমের সুযোগের কম, সেখানে চলমানতার সম্ভাবনাও সীমিত।

আবার একথাও সত্যি যে অর্থনৈতিক চলমানতার ফলেও বৈষম্য তৈরী হতে পারে – যেকোনো উদ্যমে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই হতে পারে।

একই সুযোগ পেয়ে, একই উদ্যমে পৃথক ফল হতে পারে। তাই যে অর্থব্যবস্থায় উদ্যমের ভূমিকা বেশি সেখানে খানিক আর্থিক বৈষম্য অনিবার্য। এখন সুযোগের অসাম্য আর ফলাফলের অসাম্য সম্পূর্ণ আলাদা দুটো ব্যাপার। এবং অর্থনৈতিক নীতির যে কাঠামো তা এই দুই ধরণের অসাম্যের সাথে কী ভাবে মোকাবিলা করবে সেটাও একটা আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এখানে যেটা মূল বক্তব্য সেটা হলো, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও চলমানতার মধ্যে কোনো সরল সমীকরণ নেই। অসাম্য বাড়লে চলমানতা কমবে সেটা সত্যি। কিন্তু অসাম্য কমলেই চলমানতা বাড়বে তা নয় – তার জন্যে উদ্যমের সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজন। আবার, আবার চলমানতা বাড়লেই অসাম্য কমবে তাও নয় – কারণ, চলমানতার সাথে সাফল্য ও ব্যর্থতার আর্থিক পরিনামের মধ্যে ফারাকও বাড়বে।

একই কথা সত্যি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও চলমানতার মধ্যে সম্পর্কে। অর্থাৎ, একটি বাড়লে আরেকটি বাড়বে বা কমবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা ঠিক যে যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগের প্রসার কম, সেখানে বৃদ্ধির হারও কম হবে এবং বিদ্যমান অসাম্য সচলতাকে দমিয়ে রাখবে। কিন্তু আবার এও সত্যি যে যথেষ্ট আর্থিক বৃদ্ধি হলেও অর্থব্যবস্থায় যথেষ্ট চলমানতা না থাকতে পারে। ধরুন, কোনও অর্থব্যবস্থায় আর্থিক বৃদ্ধি ঘটছে, গড় আয়ের পরিমাণও বাড়ছে (ধরা যাক, বাণিজ্যের সুযোগের প্রসার বা পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে)। তাতে গড় জাতীয় যায় বাড়বে এমন কী সবারই আর্থিক অবস্থার খানিক উন্নতিও হতে পারে। কিন্তু উন্নতির সুযোগের বণ্টনে যদি বৈষম্য থাকে, তা যদি নির্ধারিত হয় জন্মপরিচয়ের মাধ্যমে - সে অর্থনৈতিক শ্রেণী হোক কি জাতপাত বা বর্ণ - তাহলে আপেক্ষিকভাবে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান একই থেকে যাবে । অর্থাৎ বৃদ্ধির হার বাড়লে চলমানতার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর্থিক উদারীকরণ-পরবর্তী ভারতের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

মোদ্দা কথা হল, বৃদ্ধির হার, সুযোগের সাম্য (বা, দারিদ্র হ্রাস পাওয়া), এবং অর্থনৈতিক চলমানতা এগুলি সবকটিই উন্নয়নের ইতিবাচক বা সদর্থক সূচক - এবং এদের মধ্যে সম্ভাব্য পরিপূরকতা আছে, কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কগুলি সরল নয়, তাই প্রত্যেকটি সূচককে আলাদা করে ধরে বিচার করতে হবে। এই লেখাটিতে মনোযোগ থাকবে মূলত চলমানতার ওপরেই।

২

প্রশ্ন উঠতেই পারে, উন্নয়নের একটি বিকল্প সূচক হিসেবে না হয় ঠিক আছে, কিন্তু সমাজ কল্যাণ বা ন্যায়ের  পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে চলমানতা কেন কাম্য? অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সুযোগের সাম্যের বিস্তার এবং দারিদ্র দূরীকরণ, প্রগতিশীল নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এগুলির ওপর মনোনিবেশ করাই কি যথেষ্ট নয়?

স্পষ্টতই, চলমানতার ধারণার সঙ্গে যোগ আছে মেরিটোক্রেসি বা মেধাতন্ত্রের ধারণাটির। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক চলমানতা থাকলে কেউ কোন জায়গা থেকে উঠে আসছেন, সেটা আর বিবেচ্য হবে না— তাঁর উন্নতির, স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা নির্ভর করবে তাঁর দক্ষতার ওপর, উদ্যমের ওপর, ইচ্ছার ওপর। যোগ্যদের সুযোগ না পাওয়া আর অযোগ্যদের সুযোগ পাওয়া এবং অনর্জিত সাফল্য, মেধাতন্ত্রের দিক থেকে দেখলে দুটিই অনভিপ্রেত।

অর্থব্যবস্থায় চলমানতার উদাহরণ কী হতে পারে? কতগুলো উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন ধরুন, সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়র হওয়ার মতো প্রতিভা আছে, অথচ নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে বা মেয়ে — এমন এক জনের পক্ষে সত্যিই নিজের প্রতিভা অনুযায়ী আর্থিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব কি না, সেটা

চলমানতার একটা পরীক্ষা। একইভাবে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কোনও ছেলে বা মেয়ে যদি ঝুঁকি নিয়ে শহরে আসতে চায়, সেখানে চাকরি বা ব্যবসা করতে চায়, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি? প্রতিবার যখন স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় অভাবী কিন্তু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খবর বেরোয়, মতাদর্শ বা সামাজিক-অবস্থান নির্বিশেষে সবাই খুশি হন।

এই উদাহরণগুলো দেখাচ্ছে যে অভাবের কারণে মেধা বা প্রতিভার অপচয় ন্যায়ের বিচারে কাম্য নয়। আবার বিত্তবান হবার জন্যে অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়া এবং যোগ্য কারোর থেকে বেশি সাফল্য অর্জন করাও মেধাতন্ত্রের দিক থেকে কাম্য নয়। তাই চলমানতার উদাহরণ হিসেবে একতরফা শুধু যোগ্যদের সাফল্যের বা উত্তরণের ঘটনা দেখলে চলবেনা। চলমানতার অন্যপিঠ হল, যারা অযোগ্য তাদের ব্যর্থতা বা আর্থিক অবস্থানে অবনয়ন অনিবার্য।

অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুম্পিটার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ধনতন্ত্রের সজীবতার উদাহরণ দিতে গিয়ে নতুন প্রযুক্তি, পদ্ধতি, বা ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা পুরনো ধারার পতন বা বিসর্জনকে “সৃজনমূলক ধ্বংসের” প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। এখন তাঁর বর্ণনার এই প্রক্রিয়ার সাথে বাস্তবের মিল নিশ্চয়ই আছে। যেমন, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরিবর্তনের ঢেউ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসে পড়ছে - এক যন্ত্র আরেক যন্ত্রকে অহরহ পেছনে ফেলছে, অনলাইন অনেক পরিষেবা (যেমন, মোবাইল ব্যাংকিং, হোম ডেলিভারি বা ওলা-উবার) আক্ষরিকভাবে এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। তার ফলে কিছু পুরনো ধাঁচের ব্যবসা নিশ্চয়ই ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু এও সত্যি যে বড় কিছু বাণিজ্যগোষ্ঠী তাদের সাম্রাজ্য যে ভাবে বিস্তার করে রেখেছে, তাতে প্রযুক্তি বা ব্যবসার মডেলের যে ঘোড়াই জিতুক, শেষ বিচারে লাভ তাদেরই। তার ওপর কর্পোরেট জগতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা সরকারি ভরতুকি ও সুবিধা তো আছেই। এগুলোর এবং নানা নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের (যেমন, দেউলিয়াপনা-সংক্রান্ত আইন বা যা একচেটিয়া আধিপত্যের

বিস্তারে বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আঁচ সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে ) মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাগুলিকে টিকে থাকতে সাহায্য করা এবং বহিরাগতদের প্রবেশের অন্তরায় খাড়া করে রাখা।

তথ্যপ্রযুক্তির জমানায় নতুন কিছু উদ্যোগ বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান (যেমন, ইনফোসিস) যে তৈরি হয়নি তা নয়, কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ীদের দাপট এবং নতুন উদ্যোগপতিদের প্রবেশের পথে হাজারো প্রতিবন্ধকের কথাও সত্যি, যা চলমানতার পথে প্রত্যক্ষ অন্তরায়।

চলমানতার পথে আরও কী কী প্রতিবন্ধক তা নিয়ে তলিয়ে ভাবতে হলে ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী অর্থে শ্রেণীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায়না। শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য তো আছেই। তা ছাড়া উদ্যোগে বিনিয়োগের প্রয়োজন আর তার জন্যে বিত্তবান শ্রেণী যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (যেমন, ঋণ পাওয়া) সুবিধাভোগ করে তার সাথে দরিদ্র শ্রেণী থেকে আসা সমান বা অধিকতর গুণসম্পন্ন কোন মানুষের প্রতিযোগিতা সমানে-সমানে হয়না।

এ ছাড়া চলমানতার পথে আরও অনেক আপাত-অদৃশ্য অন্তরায় আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধু নয়, অর্থনীতি, রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষা জগতে পারিবারিক প্রভাব, সামাজিক সম্পর্কের যে অদৃশ্য কাঠামোতে আমরা আবদ্ধ, তাতে পরিচিতি বা চেনাজানার ভূমিকা অগ্রাহ্য করা যায়না, যা বাইরে থেকে যারা আসে তাদের পথে অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক প্রভাব ফলানো বা স্বজনপোষণ করা যদি নাও হয়, কে কাকে চেনে তার ভূমিকা অস্বীকার করা যায়না।

শ্রেণীবৈষম্য ও সামাজিক পরিচিতিজনিত বাধা বাদ দিলে, চলমানতার পথে আরও অনেক প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক আছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি — যেমন, জাতিভেদপ্রথা বা লিঙ্গবৈষম্য

অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই পরিচিতিগুলির কারণে কারও পক্ষে নিজের অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কঠিন হতে পারে।

মুক্ত-বাজারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতেই পারে - প্রবেশপথের অন্তরায় যদি অর্থনৈতিক দক্ষতার দিক থেকে ক্ষতিকারক হয়, তাহলে কি পরিবর্তনমুখী কোন প্রবণতা কী কাজ করবেনা যা এই ক্ষতিটিকে অপসারণ করবে? বাজারে যদি নিম্নমানের কোন পণ্য বিক্রী হয়, তাহলে উচ্চমানের পণ্য এসে তাকে হটিয়ে দেবেনা? এই একই যুক্তি তো সবক্ষেত্রেই খাটার কথা। এই বিষয়টি বিশদ আলোচনা দাবি করে, এখানে সংক্ষেপে দুটি মূল কারণ উল্লেখ করছি কেন কোন নিশ্চয়তা নেই যে এরকমটা সবসময় হবে। প্রথমত, বাজার যদি প্রতিযোগিতামূলক না হয়, তাতে একচেটিয়া ক্ষমতার উপস্থিতি থাকে, তাহলে সবসময় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের (বা, সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদিত) পণ্যের জয় হবে, এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই, এ অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই থেকেই জানা যায় । দ্বিতীয়ত, পণ্যের বা পরিষেবার গুণমান সবসময় সর্বজনবিদিত হয়না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকে। তথ্য যখন অপ্রতুল তখন সুনাম বা পরিচিতির ভূমিকা (যেমন, ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডনেম) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তখন নতুন কারোর প্রবেশপথ দুর্গম হয়ে দাঁড়ায়। সূক্ষ্ম হলেও, এগুলিও প্রবেশপথের অন্তরায়ের উদাহরণ, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

৩

অর্থনৈতিক চলমানতার হার কোন ধ্রুবক নয়। অর্থনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তি ও রাষ্ট্রনীতির সাথে সাথে তা পাল্টাতে বাধ্য। প্রশ্ন করতেই পারেন, ভারতে সাম্প্রতিক অতীতে যে আর্থিক উন্নতি হয়েছে, তাতে কি দেশে চলমানতার হারও বেড়েছে? এখন ভারতীয় অর্থনীতি মন্দার খপ্পরে পড়েছে বটে, কিন্তু তার আগের কয়েক দশকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েয়ছে রীতিমতো চড়া হারে, গড় আয় বেড়েছে, দারিদ্র

কমেছে। কিন্তু, কোনও দরিদ্র পরিবারে বা সামাজিক ভাবে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত পরিবারে জন্মানো একটি ছেলে বা মেয়ের আর্থিক সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা বেড়েছে কি?

তত্ত্বের জগত থেকে যদি তথ্যের জগতে আসি, এরকম অনেক প্রশ্নই ওঠে। বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে চলমানতার হার নিয়ে কী জানা যায় এই নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে তথ্যভিত্তিক গবেষণা হয়েছে, তার সন্তোষজনক বিস্তারিত আলোচনা এই লেখার পরিধির বাইরে। তাহলেও কিছু প্রাথমিক তথ্য পেশ না করলে আলোচনা নেহাতই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে দেখলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অ্যামেরিকার কথা, কারণ 'অ্যামেরিকান ড্রিম'-এর ধারণাটি চলমানতার এক জনপ্রিয় উদাহরণ। এর অর্থ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনই এক মুলুক যে কারও যদি ক্ষমতা থাকে, আর সে যদি লেগে থাকতে পারে, তা হলে তার আর্থিক উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। মজার ব্যাপার হল, আরও অনেক প্রচলিত ধারণার মত, এটিরও খুব একটা বাস্তব ভিত্তি নেই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ চেটি গত এক দশক ধরে অ্যামেরিকায় চলমানতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাজ থেকে জানা যাচ্ছে দরিদ্র শ্রেণিতে (আয়বিন্যাসে সবচেয়ে তলার ২০%) জন্মানো কোন শিশুর উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে (আয়বিন্যাসে সবচেয়ে ওপরের ২০%) উঠে আসার সম্ভাবনা অন্যান্য উচ্চ-আয়ের দেশগুলোর তুলনায় কম – ক্যানাডাতে এই সম্ভাবনা ১৩.৫%, ডেনমার্কে ১১.৭%, ব্রিটেনে ৯%, আর অ্যামেরিকায় মাত্র ৭.৫%। [1]

ভারতের ক্ষেত্রে মানব উন্নয়ন সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে চলমানতার হার খুবই কম। যেমন, নিম্ন আয়ের যে পেশাগুলি সেখানে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পেশা, আয় বা শিক্ষাগত উন্নতির হার খুবই সীমিত – কৃষিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের ৫০% ঐ একই পেশায় থেকে যান। [2] এই একই সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে অন্য একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে,

উদারীকরণের পরে গড় আয় বেড়েছে কিন্তু আয় বা শিক্ষার বিন্যাস যদি দেখি, সেখানে চলমানতার হারের বৃদ্ধির প্রমাণ খুব একটা নেই – আগের প্রজন্মের যে *আপেক্ষিক অবস্থান* তা পরের প্রজন্মে প্রায় একই রকম দেখা যাচ্ছে ।[3] তার মানে চলমানতার কোন প্রমাণ বা উদাহরণ নেই তা নয়, কিন্তু এই হারের পরিবর্তন সারা দেশের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে দেখলে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু নগরাঞ্চলে বা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চলমানতার হার তুলনায় বেশি দেখা যাচ্ছে।

তবে চলমানতার প্রবণতা বুঝতে গেলে এরকম বড় ক্যানভাস ছেড়ে আরও ক্ষুদ্রপরিসরে ব্যক্তি বা পরিবারগত স্তরের পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ আলোচনা করা প্রয়োজন। তার থেকে পাওয়া যেতে পারে এই সব প্রশ্নের উত্তর - চলমানতার নির্ণায়ক হিসেবে কোন কোন উপাদানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? কী কী নীতি দিয়ে আমরা চলমানতার হারকে বাড়াতে পারি? ভবিষ্যতে এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

---

[1] https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2018/01/11/raj-chetty-in-14-charts-big-findings-on-opportunity-and-mobility-we-should-know/

[2] Motiram, S. and A. Singh (2012): "How Close Does the Apple Fall to the Tree? Some Evidence from India on Intergenerational Occupational Mobility", Economic & Political Weekly, October 6, 2012, Vol XLVII, No 40.

[3] https://www.dartmouth.edu/~novosad/anr-india-mobility.pdf